তারিখ ... 12 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

এমপিওভুক্তি : দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে

এমপিওভুক্তি নিয়ে মন্ত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাদের পছন্দের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এমপিওভুক্ত না হওয়ার কারণে তারা শিক্ষামন্ত্রীর ওপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এমপিওভুক্তি হয়েছে বিধি-বিধান অনুযায়ী সব শর্তাদি পূরণের মাধ্যমেই। নতুন করে এমপিওভুক্তির এই তালিকা প্রণয়নকে সঙ্গত কারণেই স্বাগত জানানো হয়েছে। দীর্ঘ সাত বছর এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে গেছে। গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বলেছেন, '১২ হাজার এমপিও'র আবেদনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীকে মাত্র এক হাজার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা ছিল। এ কারণে তার পক্ষে অন্য মন্ত্রীদের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।' এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ জানিয়েছেন, একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এই প্রথমবারের মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এমপিওভুক্তি যাতে যথাযথ ও যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই পায় এবং বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যারা এমপিওভুক্ত হয়েছিল– তাদের বাদ দেয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। যা হোক শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সংকটের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পাঠদান সম্ভব হতে পারে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামান কেন যে নীচে নেমে গেছে, তা সহজেই অনুমিত হয়। দেশে শিক্ষার পূর্ণ বিকাশ ও গুণগত মান উন্নয়ন বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। ৭ বছর ধরে এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে জট সৃষ্টি হয়েছে, তা এই সরকারের পক্ষে প্রথমবারেই নিরসন করে ফেলা বাস্তবেই সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে এমপিওভুক্তির সংখ্যা আরো কিছু বাড়ানোর দাবী করা যেতে পারে এবং তা সরকারের বিবেচনাও পেতে পারে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তির যে তালিকা প্রণীত হয়েছে তাতে নিজেদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ক্ষোভ প্রকাশ কতটা সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এমন অভিযোগের কথাও শোনা যাচ্ছে যে, এমপিওভুক্তির তালিকায় বিএনপি-জামায়াত আমলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থান পেয়েছে এবং বিগত আওয়ামী লীগ আমলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো স্থান পায়নি। বাস্তবে এভাবে বিভাজন করে এমপিওভুক্তির তালিকা করা কি আদৌ সম্ভব? এমপিওভুক্তির সুনির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া রয়েছে এবং সেই মোতাবেকই তালিকা হবে, এটাই তো আকাঙ্ক্ষিত। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এমপিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের মানই বিবেচ্য বিষয় এবং স্বজনপ্রীতি বা দলপ্রীতির কোনই সুযোগ থাকার কথা নয়। যে সরকার যখন ক্ষমতায় আসবে, সে সরকার তখন তাদের আমলে কিংবা তাদের লোকেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেই এমপিওভুক্ত করবে, এটা কোন বিধান হতে পারে না এবং হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, যিনি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিরও সভাপতি, তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এমপিও'র যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কোন নির্ণায়ক হতে পারে না। দলীয় সরকারের আমলে রাজনৈতিক চাপ সব সময়ই থাকে, তবে শিক্ষামন্ত্রীকে সাহসের সাথে সে সবের উর্ধ্বে উঠতে হয়। আমি বিশ্বাস করি, নাহিদ তাই করেছেন।' সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেছেন, 'তালিকাটি (এমপিওভুক্তির) যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় পুনর্বিবেচনা করা হয়, তাহলে সরকারের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের অঙ্গীকার প্রশ্নবিদ্ধ হবে।' তিনি আরো বলেছেন, 'মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক দরকার এবং শিক্ষামন্ত্রী ও তার মন্ত্রণালয় এটা নিশ্চিত করারই বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।'

একুশ শতকে মানসম্পন্ন শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি যে অগ্রসর হতে পারে না, এটা বিশদ বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে প্রধান মূলধনই হবে উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভাল শিক্ষকই প্রধান বিষয়। এক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনাকে গুরুত্ব দেয়ার অবকাশ নেই। সর্বোপরি সরকার দলীয় হলেও দায়িত্ব পালন করতে হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা যাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন করতে না পারে, তা সব সময়ই স্মরণে রাখতে হয়। অদ্য যে কতিপয় মন্ত্রী দেশ-জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন, এই বিষয়টি তাদের জন্য যাতে কোন খারাপ সংকেত হিসেবে গণ্য হতে না পারে, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, এ রকম অবস্থায় দায়িত্বশীল, উদ্যমী মন্ত্রী-মিনিস্টার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং তারা আর তখন কাজ করতে পারেন না। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারের নীতি-নির্ধারকদেরই গ্রহণ করতে হবে। উচিত হবে, দ্রুত এমপিওভুক্তির বিষয়টি ফয়সালা করে ফেলা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও উপদেষ্টার মধ্যে কোন ভুল-বুঝাবুঝি বা সংঘাত দেখা দিলে, তা কোনভাবেই মন্ত্রণালয়ের কাজ তথা জাতীয় স্বার্থের জন্য ইতিবাচক হতে পারে না। সর্বোপরি এমপিওভুক্তি নিয়ে আবার দীর্ঘমেয়াদী সংকট হোক, এটা বৃহত্তর স্বার্থেই কারো কাম্য নয়। কারণ, আবারও সংকট নেমে এলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং সরকারের লক্ষ্য পূরণ কঠিন হয়ে উঠবে।